রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৮৯-আইন/২০২৩।—বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৯ নং আইন)-এর ধারা ৫১-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'আইন' অর্থ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৯ নং আইন);

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ধারা ২-এর দফা (৩)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;

(গ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(ঘ) 'নির্দিষ্ট ফি' অর্থ তফসিল-৬-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ফি;

(ঙ) 'ফরম' অর্থ তফসিল-১-এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(চ) 'বাছাই কমিটি' অর্থ আইনের ধারা ১১-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ছ) 'বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট' বা 'বিআরটি' অর্থ আইনের ধারা ২-এর দফা (১২)-তে সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যবস্থা;

(জ) 'ভাড়া নির্ধারণ কমিটি' অর্থ বিধি ২২-এর অধীন গঠিত ভাড়া নির্ধারণ কমিটি;

(ঝ) 'নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট' অর্থ Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881)-এর section 13(1)-এ সংজ্ঞায়িত ইন্সট্রুমেন্ট।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেসকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
লাইসেন্স, ইত্যাদি

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির নিমিত্ত, ফরম-ক অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফিসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত জামানত হিসাবে নির্দিষ্ট ফি জমা প্রদান করিতে হইবে যাহা ফেরতযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত জামানত ফি প্রদান করিতে হইবে না।

৪। **লাইসেন্সের আবেদন মূল্যায়নের পদ্ধতি ও লাইসেন্স প্রদান।**—(১) বিধি ৩ অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উহা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বাছাই কমিটি ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ১৬-তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যাচাই এবং বিস্তারিত অনুসন্ধানের কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ লিখিতভাবে সুপারিশ করিবে এবং কোনো সদস্য বা সদস্যগণ ভিন্নমত পোষণ করিলে উহাও উল্লেখ থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বাছাই কমিটি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে না পারিলে উপযুক্ত কারণসহ কর্তৃপক্ষের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং যথোপযুক্ত বিবেচিত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২)-এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিয়া, নির্ধারিত সময়ে পুনঃসুপারিশ দাখিলের জন্য, একাধিকবার বাছাই কমিটির নিকট আবেদনপত্র ফেরৎ পাঠাইতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ বাছাই কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশে সন্তুষ্ট হইলে সুপারিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম-খ অনুসারে, নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ বাছাই কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট না হইলে আবেদন বাতিল করিবে এবং বাতিলের কারণ আবেদনকারীকে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৭) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাছাই কমিটি, আবেদনপত্র, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক, সুপারিশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাছাই কমিটি পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্যতা।**—(১) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি—

(ক) ইতঃপূর্বে তাহার লাইসেন্স বাতিল করা হইয়া থাকে এবং অনুরূপ বাতিলের সময় হইতে ২ (দুই) বৎসর অতিক্রান্ত না হয়; অথবা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি পাইবার পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হয়; অথবা

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর যদি উক্ত দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন।

(২) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদেশি ব্যক্তির লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলি কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্ধারণ করিবে।

৬। **লাইসেন্সের মেয়াদ।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) বৎসর।

৭। **নির্দিষ্ট ফি, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স ও লাইসেন্স নবায়নের আবেদন, লাইসেন্স ও লাইসেন্সের অনুলিপি প্রদান এবং লাইসেন্স হস্তান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তফসিল-৬-এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমতো, বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত ফি কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফ্‌ট, পে-অর্ডার, প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত ফি, কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধন করিতে পারিবে।

৮। **লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।**—(১) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যূন ৯০ (নব্বই) কার্যদিবস পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য নির্দিষ্ট ফিসহ ফরম-গ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বিধি ৩-এর উপ-বিধি (২)-এ প্রদানকৃত জামানত ফি বহাল থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (১)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট লাইসেন্স নবায়ন ফি-র ০.২% সরলহারে জরিমানাসহ লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত আবেদন করা যাইবে।

(৪) লাইসেন্স গ্রহীতা উপ-বিধি (১) ও (৩)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ স্বীয়-বিবেচনায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। **লাইসেন্স নবায়ন।**—(১) কর্তৃপক্ষ, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উহা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বাছাই কমিটি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ১৬-তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যাচাই এবং বিস্তারিত অনুসন্ধানের কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স নবায়নের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ লিখিতভাবে সুপারিশ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২)-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বাছাই কমিটি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে না পারিলে উপযুক্ত কারণসহ কর্তৃপক্ষের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং যথোপযুক্ত বিবেচিত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২)-এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশে সন্তুষ্ট হইলে লাইসেন্স নবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা সন্তুষ্ট না হইলে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবে।

(৫) লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ হইবে প্রতি দফায় ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(৬) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত অথবা মূল লাইসেন্সের মেয়াদ পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **লাইসেন্সের অনুলিপি প্রদান।**—(১) কোনো লাইসেন্স গ্রহীতার লাইসেন্স হারাইয়া গেলে, কোনো প্রকারে নষ্ট হইয়া গেলে, ছিঁড়িয়া গেলে বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে, নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ বরাবর ফরম-ঘ অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের একটি অনুলিপি ইস্যু করিবে।

১১। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ অথবা বাতিলকরণ।**—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যে-কোনো কারণে বা সময়ে কোনো লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :

(ক) আইন, আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা বা প্রবিধানমালা এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময়, জারীকৃত কোনো আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে;

(খ) কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করিলে;

(গ) লাইসেন্স বাতিলের জন্য আবেদন করিলে;

(ঘ) বিধি ৬-এ উল্লিখিত কোনো বিষয় গোপন করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিলে; এবং

(ঙ) লাইসেন্সে উল্লিখিত মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যর্থ হইলে।

(২) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে চাহিলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে লাইসেন্স গ্রহীতার বক্তব্য লিখিতভাবে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের নির্দেশনাসংবলিত একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্স গ্রহীতার কোনো লিখিত বক্তব্য যদি থাকে, এবং প্রয়োজনে মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ এবং বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ কোনো শর্ত ব্যতিরেকে বা শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে অথবা লাইসেন্সটি স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কোনো লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আপিল করিতে পারিবে।

(৫) লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার পরিচালনাধীন বিআরটি কার্যক্রম সম্পূর্ণ বা উহার কোনো অংশ স্বেচ্ছায় স্থগিত বা বাতিল করিতে চাহিলে তাহাকে অন্যূন ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবস পূর্বে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫)-এর অধীন অবহিতকরণের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **লাইসেন্স বাতিলের পূর্বে লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক বিআরটি সেবা বন্ধ।**—লাইসেন্স বাতিলের পূর্বে লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক বিআরটি সেবা বন্ধ করা হইলে নির্দিষ্ট জামানত ফি বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

১৩। **বিআরটি পরিচালনার জন্য অপারেটর নিয়োগ।**—(১) লাইসেন্স গ্রহীতা, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে, আইনের ধারা ১২-এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, অপারেটর নিয়োগ করিয়া বিআরটি পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) অপারেটর নিয়োগের পূর্বে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অপারেটর নিয়োগের গাইডলাইন প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২)-এ বর্ণিত গাইডলাইনের কোনো সংশোধনী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৪। **জামানত ফি প্রত্যার্পণ**।—বিধি ৪ ও ৯-এর অধীন, যথাক্রমে, লাইসেন্সের জন্য আবেদন বা লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর হইলে কর্তৃপক্ষ, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট, পে-অর্ডার বা প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অথবা উহার সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থের উপর কোনো সুদ বা লভ্যাংশের দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৫। **লাইসেন্স হস্তান্তর**।—(১) কর্তৃপক্ষের, পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে, বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে;

(২) লাইসেন্স হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লাইসেন্স হস্তান্তর ফিসহ হস্তান্তর গ্রহীতাকে ফরম-ঙ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত জামানত হিসাবে নির্দিষ্ট ফি জমা প্রদান করিতে হইবে যাহা ফেরতযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত জামানত ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (২)-এর অধীন লাইসেন্স হস্তান্তরের আবেদন প্রাপ্ত হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা বাছাই কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বাছাই কমিটি বিধি ৪-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স হস্তান্তরের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুরসংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ লিখিতভাবে সুপারিশ করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫)-এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে অথবা উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

১৬। **বাছাই কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—বাছাই কমিটি, আইনের ধারা ১১-এর উপধারা (৩)-এর অধীন বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, স্থগিত বা বাতিলের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করিবে, যথা :—

(ক) তফসিল-৫ অনুসারে ব্যবসা পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা;

(খ) বিআরটি পরিচালনা সংক্রান্ত সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা;

(গ) পরিবেশগত সুরক্ষা প্রস্তাবের পর্যাপ্ততা যাচাই;

(ঘ) পরিচালনা-পরিকল্পনা এবং অতিরিক্ত অন্য কোনো সেবা বা ব্যবসা-পরিকল্পনা যদি থাকে, উহার যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই;

(ঙ) প্রস্তাবিত সেবাসমূহের যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই;

(চ) বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সেবা প্রদানের সক্ষমতা পরীক্ষা;

(ছ) বিধি ৫-এ বর্ণিত কোনো কারণে আবেদনকারীর লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্যতা যাচাই;

(জ) বিআরটি সেবা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার পরিকল্পিত সময়সূচির যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই;

(ঝ) তফসিল-২-এ বর্ণিত প্রস্তাবিত বিআরটি রুট অ্যালাইনমেন্টের যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই;

(ঞ) লাইসেন্স ফিসহ অন্যান্য প্রদেয় অর্থ জমাপ্রদানসংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট, পে-অর্ডার বা প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টের সঠিকতা যাচাই;

(ট) ট্রেড লাইসেন্স যাচাই; এবং

(ঠ) আইন ও বিধিমালার অধীন প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় যাচাই।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রবেশাধিকার

১৭। **প্রবেশাধিকার**।—(১) লাইসেন্স গ্রহীতা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বিআরটি এলাকার পার্শ্ববর্তী কোনো ভূমি বা স্থাপনার ভূতল, সমতল ও উপরিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) বিআরটি পরিচালনা বা দুর্ঘটনাসংক্রান্ত কোনো জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়; বা

(খ) জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রে ভূমির মালিককে যুক্তিসংগত সময় প্রদান করিয়া মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে অবহিত করা হয়।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত লাইসেন্স গ্রহীতা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী ভূমিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করিবেন যেন উক্ত জমি ও পরিবেশের ক্ষতি না হয়।

(৩) উপ-বিধি (২)-এ উল্লিখিত কার্যক্রমের কারণে কোনো ক্ষতি সংগঠিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম-চ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন।

(৪) ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হইলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪)-এর আওতাভুক্ত নয় এমন কোনো দাবি উত্থাপিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে লাইসেন্স গ্রহীতা তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে উভয়পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছাইতে ব্যর্থ হইলে অন্যূন ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতা অমীমাংসিত দাবিটি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬)-এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কারিগরি মান ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা

১৮। **কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা**।—(১) লাইসেন্স গ্রহীতা রিআরটি পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকার দুইটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১)-এ বর্ণিত খসড়া দুইটি যাচাইপূর্বক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে বা সংশোধন প্রয়োজন হইলে, উহা অন্তর্ভুক্তিসহ, কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবে।

(৩) আইনের ধারা ১৭-এর উপধারা (২) অনুসারে নির্ধারিত কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকার কোনোরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিবেন—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) যেসকল ক্ষেত্রে কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশকা পরিবর্তনের প্রয়োজন তাহার বর্ণনা;

(গ) কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা পরিবর্তনের কারণ; এবং

(ঘ) কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা পরিবর্তনের কারণে নিরাপত্তা এবং যাত্রীসেবা বিঘ্নিত হইবে না মর্মে নিশ্চয়তা বা প্রত্যয়নপত্র।

(৪) উপ-বিধি (৩)-এ উল্লিখিত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আবেদন লিখিতভাবে মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবে।

১৯। **কারিগরি মান এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কারিগরি মান ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে লাইসেন্স গ্রহীতা সংশ্লিষ্টগণের সমন্বয়ে অন্যূন ৩ (তিন) সদস্যের একটি কারিগরি মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিবেন।

(২) লাইসেন্স গ্রহীতা, সময় সময়, উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) লাইসেন্স প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতাকে উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত কমিটি গঠন করিতে হইবে, তবে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে এই সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে এবং কমিটির গঠন প্রণালিও পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৪) কমিটি প্রতি বৎসরের প্রতি কোয়ার্টারে একবার সভায় মিলিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি গঠনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) মাসের মধ্যে প্রথম সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪)এ বর্ণিত সভা ছাড়াও কমিটি লাইসেন্স গ্রহীতার চাহিদামত অতিরিক্ত সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৬) কমিটি, সভা অনুষ্ঠানের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, যাহা আবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক বৃদ্ধিযোগ্য, লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুসারে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর, লাইসেন্স গ্রহীতা প্রয়োজন মনে করিলে কোনো বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের বিশেষজ্ঞ-মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৮) লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিবৎসরের প্রত্যেক কোয়ার্টারের সভার জন্য, পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত কারিগরি মান ও নিরাপত্তা প্রতিবেদন, কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করিবেন।

(৯) লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিবৎসরের জন্য, পরবর্তী বৎসরের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত কারিগরি মান ও নিরাপত্তা প্রতিবেদন, কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করিবেন।

২০। **নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আবেদন**।—লাইসেন্স গ্রহীতা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর;

(খ) যে সড়কে বা সড়কাংশে বিআরটি নির্মাণ করা হইবে তাহার শুরু এবং শেষ পয়েন্ট;

(গ) নির্মাণ পরিকল্পনা (Construction Plan);

(ঘ) ব্যবসা-পরিকল্পনা (Business Plan);

(ঙ) নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন (Estimated Cost);

(চ) তফসিল-৩-এ বর্ণিত বিআরটি সুবিধার ধরন অনুযায়ী, দলিলপত্রসমূহ এবং নকশাসমূহ; এবং

(ছ) যেসকল সংস্থার সহিত সমন্বয় প্রয়োজন আছে সেই সকল সংস্থার নাম ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ।

২১। **বিআরটি নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন**।—(১) কর্তৃপক্ষ বিধি ১৮ এর অধীন আবেদনপত্র পাইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্মাণ পরিকল্পনা, ব্যবসা-পরিকল্পনা ও অন্যান্য কারিগরি মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে উক্ত আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবে।

(২) আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া, ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
ভাড়া, ইত্যাদি

২২। **ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠন, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ, আইনের ধারা ২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিআরটি সেবা বাবদ যাত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাড়ার হার নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বিআরটি ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠন করিবে, যথা :—

(ক) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সংস্থা প্রধান, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা;

(চ) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উপপরিচালক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং

(ছ) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি, যিনি উহার সদস্যসচিবও হইবেন।

(২) নাম বা পদ যাহার ভিত্তিতেই প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা হউক না কেনো, উক্ত কর্মকর্তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে উক্ত পদের বা কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকল্প কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, সময়ে সময়ে, প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) কমিটির সভার কোরামের জন্য অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কমিটির কোনো সভায় কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হইলে বিষয়টি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে নিরূপিত হইবে এবং বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইলে আহ্বায়ক একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩। **ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।**—আইনের ধারা ২০ এর উপধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভাড়া নির্ধারণ কমিটি ভাড়ার হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা :—

(ক) বিআরটি পরিচালনা ব্যয়;

(খ) মুদ্রাস্ফীতি;

(গ) জ্বালানি মূল্য;

(ঘ) যানবাহনের খুচরা যন্ত্রাংশের বাজার মূল্য; এবং

(ঙ) জনগণের আর্থিক সামর্থ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আপিল

২৪। **আপিল কর্তৃপক্ষ গঠন।**—আইনের ধারা ২৬ এর উপধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি আপিল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে, যথা :—

(ক) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, যিনি উহার সদস্যসচিবও হইবেন।

২৫। **আপিল দায়েরের পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ২৪ এর উপধারা (৪) বা এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, সভাপতি, আপিল কর্তৃপক্ষ, বরাবর আপিল দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন দাখিলকৃত আপিল আবেদন লিখিত হইতে হইবে এবং উহা সরাসরি, ডাকযোগে বা Electronic মাধ্যমে দাখিল করা যাইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজপত্র ব্যতীত কোনো আপিল আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না, যথা:—

(ক) সংক্ষুব্ধ আদেশের দফাওয়ারি জবাবের মেমো অব আপিল যাহাতে আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা, স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লেখসহ সত্য পাঠ থাকিতে হইবে;

(খ) সংক্ষুব্ধ আদেশের সার্টিফাইড কপি; এবং

(গ) আপিলের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক দলিলাদি।

২৬। **আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) বিধি ২৫ এর অধীন আপিল প্রাপ্তির পর আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ জড়িত পক্ষসমূহের শুনানি গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানি আরম্ভ করিবার পর উহার কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা যাইবে না, তবে, প্রয়োজনে, আপিল কর্তৃপক্ষ শুনানি মুলতবি করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি ব্যতীত শুনানি আরম্ভ করা যাইবে না।

(২) শুনানি সমাপ্ত হইবার পর আপিল কর্তৃপক্ষ তর্কিত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে অথবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আপিলকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) আপিলের বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ

২৭। **প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ।**—(১) বিআরটি পরিচালনাকালে উহা হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে লাইসেন্স গ্রহীতার প্রতিনিধি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, লাইসেন্স গ্রহীতা, উক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রের যাবতীয় প্রাথমিক চিকিৎসা বিল পরিশোধ করিবে।

(২) বিআরটি পরিচালনাকালে উহা হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে লাইসেন্স গ্রহীতার প্রতিনিধি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মারা গেলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত লাশ পরিবহন, মৃত ব্যক্তির সৎকার, ইত্যাদির ব্যয় লাইসেন্স গ্রহীতা নির্বাহ করিবে।

(৩) লাইসেন্স গ্রহীতা, উপ-বিধি (১) ও (২)-এর অধীন ব্যয়িত অর্থ, আইনের ধারা ৩০-এর উপ-ধারা (২) এবং ৩১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিমা দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সহিত সমন্বয় করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বিমা দাবির বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন ব্যয়িত অর্থ অপেক্ষা অপর্যাপ্ত হইলে অতিরিক্ত অর্থ লাইসেন্স গ্রহীতার নিজস্ব তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল-১

ফরম-ক

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বিআরটি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ....

২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির নাম ও পদবি :...............................

৩। আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) নম্বর : ....

৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের নম্বর :..

৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের Business Identification Number (BIN) :...............

৬। বিআরটি নির্মাণের পরিকল্পিত সময়সূচি :...

৭। বিআরটি পরিচালনার মেয়াদ :...

৮। বিআরটি সেবা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার পরিকল্পিত সময়সূচি :..............................

৯। দৈনিক সর্বোচ্চ যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা (পরিকল্পিত) :...

১০। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার সপক্ষে (Bank Solvency) সনদ;

(২) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত অন্যূন ১ (এক) বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে জামানত বাবদ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট;

(৪) জমি অধিগ্রহণ/মালিকানসংক্রান্ত দলিলাদি;

(৫) আবেদনকারী যে এলাকায় বিআরটি নির্মাণ, উন্নয়ন বা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক সেই এলাকার বিস্তারিত বিবরণ;

(৬) তফসিল-২-এ বর্ণিত বিআরটি রুট অ্যালাইনমেন্ট;

(৭) বিআরটি ব্যবসা-পরিকল্পনা (Business Plan);

(৮) স্টেশনসমূহের নাম ও অবস্থানসমূহ;

(৯) ডিপো ও টার্মিনালের অবস্থান/বিবরণ;

(১০) নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্থের উৎস সম্পর্কিত তথ্য;

(১১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা (হালনাগাদ তথ্য);

(১২) নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি;

(১৩) অনুমোদিত পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ের প্রতিবেদন;

(১৪) বিআরটির পরিচালন পরিকল্পনা (Operational Plan) ও অতিরিক্ত অন্য কোনো সেবা বা পরিকল্পনা;

(১৫) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আইনগত স্বত্বা (Legal Entity) হইলে উহার :

(ক) নিবন্ধন-সম্পর্কিত নিগমন সনদ (Certificate of incorporation), সংঘস্মারক (Memorandum of Association), সংঘবিধি (Articles of Association)-এর রেজি নং এবং সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) পরিচালকগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি;

(গ) সংঘস্মারকে উল্লিখিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা; এবং

(১৬) কর্তৃপক্ষ বা আবেদনকারীর বিবেচনায় অন্যান্য দলিলাদি।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর
তারিখ : ....

ফরম-খ
[বিধি ৪ (৫) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি লাইসেন্স

১। **লাইসেন্স নং :** ....

২। **ইস্যুর তারিখ :** ....

৩। **লাইসেন্সের মেয়াদ :** ....

৪। **লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের**

(ক) **নাম :**..

(খ) **ট্রেড লাইসেন্স নম্বর :** ....

(গ) **নিবন্ধন নম্বর (কোম্পানির ক্ষেত্রে) :**..

(ঘ) **ঠিকানা :**..

(ঙ) **যোগাযোগের নম্বর/আইডি :**..

৫। **রুট :** .... পর্যন্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি
....
স্বাক্ষর ও সিলমোহর

৬। **নবায়ন :**

ক্রমিক নং	**তারিখ**	মেয়াদ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১।			
২।			
৩।			
৪।			

ফরম-গ
[বিধি ৮ (১) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র

বরাবর
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ....

২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির নাম ও পদবি :..........................

৩। লাইসেন্স নম্বর ও ইস্যুকারী : ....

৪। লাইসেন্সের মেয়াদ : ....

৫। রুটের বিবরণ : ....

৬। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) লাইসেন্স গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের কপি (প্রযোজ্যক্ষেত্রে);

(খ) নবায়ন ফি জমা প্রদানসংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট অথবা পে-অর্ডার অথবা প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(ঘ) বিআরটি লাইসেন্সের কপি;

(ঙ) Business Identification Number (BIN) এবং উহার অনুলিপি;

(চ) আবেদনের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট; এবং

(ছ) অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের ব্যবসায়িক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণীসহ সম্পদের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট-সম্পর্কিত তথ্য এবং উহার অনুলিপি, যাহার মধ্যে কমপক্ষে ২ (দুই) টি নিরীক্ষিত।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর
তারিখ :..............................

ফরম-ঘ
[বিধি ১০ (১) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি লাইসেন্সের অনুলিপির জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। **আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :** ....

২। **লাইসেন্স নম্বর :** ....

৩। **বিআরটি লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :** ....

৪। **লাইসেন্স হারানো/নষ্ট হওয়া/ক্ষতিগ্রস্ত হইবার তারিখ :**..

৫। **আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :**

(ক) ফি জমা প্রদান-সংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফ্‌ট অথবা পে-অর্ডার অথবা প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট; এবং

(খ) জিডির কপি।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর
তারিখ : ....

ফরম-ঙ
[বিধি ১৫ (২) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি লাইসেন্স হস্তান্তরের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। আবেদনকারীর (হস্তান্তর গ্রহীতা) নাম ও ঠিকানা :..

২। হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৩। হস্তান্তরযোগ্য লাইসেন্স নম্বর :..

৪। হস্তান্তরযোগ্য লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :..

৫। লাইসেন্সের রুট : ....

৬। লাইসেন্স হস্তান্তরের কারণ : ....

৭। লাইসেন্স হস্তান্তরের সম্ভাব্য তারিখ : ....

৮। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) হস্তান্তর চুক্তির খসড়ার অনুলিপি;

(খ) লাইসেন্স হস্তান্তর মূল্যের বিস্তারিত বিবরণী;

(গ) মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য;

(ঘ) হস্তান্তর গ্রহীতার সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(ঙ) হস্তান্তর গ্রহীতা কর্তৃক বিআরটি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট তহবিলের পরিমাণ;

(চ) হস্তান্তর গ্রহীতা বিআরটি লাইসেন্সধারী না হইলে ফরম-ক তে উল্লিখিত দলিলাদি; এবং

(ছ) ফি জমা প্রদান-সংক্রান্ত ব্যাংক ড্রাফ্ট অথবা পে-অর্ডার অথবা প্রয়োগযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর
তারিখ : ....

ফরম-চ
[বিধি ১৭ (৩) দ্রষ্টব্য]
ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১। আবেদনকারীর নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর : ....

২। আবেদনকারীর ঠিকানা : ....

৩। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধার অবস্থান বা ঠিকানা : ....

৪। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধার প্রকৃতি বা ধরন :..

৫। ক্ষতি সংঘটিত হইবার তারিখ : ....

৬। ক্ষতি সংঘটিত হইবার কারণ :..

৭। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধার আনুমানিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ : ....

৮। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধার মালিকানার প্রমাণপত্র;

(খ) স্থির/ভিডিও চিত্র; এবং

(গ) যৌথভাবে প্রস্তুতকৃত ক্ষতির তালিকার অনুলিপি।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর (যদি থাকে)
তারিখ : ....

তফসিল-২

[বিধি ১৬ (ঝ) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি রুট অ্যালাইনমেন্ট

রুট প্ল্যান এবং রুট প্রোফাইল (Profile) :

(ক) প্রান্তিক (Terminal) স্টেশনদ্বয়ের নাম;

(খ) বাস ডিপোর অবস্থান ও আয়তন;

(গ) রুটের বিবরণ;

(ঘ) স্টেশনের নাম ও জিপিএস কোঅর্ডিনেট (GPS Coordinate); এবং

(ঙ) স্কেল ও দিক নির্দেশনা (Directions)।

তফসিল-৩

[বিধি ২০ (চ) দ্রষ্টব্য]
বিআরটি নির্মাণ পরিকল্পনা

১। পরিকল্পনাধীন বিআরটি'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ :

(ক) প্রস্তাবিত করিডোরে মোট লেন এবং বিআরটি লেনের সংখ্যা;

(খ) বিআরটি লেনের ধরন (ডেডিকেটেড/মিক্সড/ডেডিকেটেড+মিক্সড); এবং

(গ) সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি।

২। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) করিডোরের ডিজাইন এবং অ্যালাইনমেন্ট;

(খ) করিডোরের অনুভূমিক নকশা (Horizontal Drawing);

(গ) করিডোরের উল্লম্ব নকশা (Vertical Drawing); এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ বা আবেদনকারীর বিবেচনায় অন্যান্য দলিলাদি।

তফসিল-৪

[বিধি ১৯ (৮) দ্রষ্টব্য]
কারিগরি মান ও নিরাপত্তা প্রতিবেদন

১। লাইসেন্স গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা : ....

২। লাইসেন্স নম্বর : ....

৩। লাইসেন্সের মেয়াদ : ....

৪। বিআরটি রুটের বিবরণ : ....

৫। বিআরটি রুটে চলাচলকারী বাসের সংখ্যা : ....

৬। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organogram) সংক্রান্ত তথ্য : ....

৭। দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা (Accident and Disaster Management) : ......

৮। ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন :

(ক) নিরাপত্তা কমিটির সভা/সভাসমূহের তারিখ : ....

(খ) বিশেষজ্ঞ মতামত (যদি থাকে) প্রাপ্তির তারিখ : ....

(গ) নিরাপত্তা কমিটির সুপারিশসমূহ ও বাস্তবায়নের বিবরণ : ....

৯। ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) বিশেষজ্ঞ মতামত'র প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ :

(খ) দফা (গ) ও (ঘ)-এর অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় :

(গ) প্রতিবেদনাধীন সময়ে সংগঠিত দুর্ঘটনার (যদি থাকে) কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ, বিবরণ:

(ঘ) বিধি ১৮ (১) বর্ণিত কারিগরি মান ও নিরাপত্তা নির্দেশিকার পরিবর্তনের প্রস্তাব (যদি থাকে) :

১০। বাৎসরিক প্রতিবেদন :

(ক) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ দাখিলের তারিখ : ....

(খ) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের সংখ্যা (তারিখসহ) : ....

(গ) পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের সংখ্যা (তারিখসহ) : ....

১১। বাৎসরিক প্রতিবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ক) প্রতিবেদনাধীন সময়ে নিরাপত্তাসংক্রান্ত কমিটির পুনর্গঠনসংক্রান্ত বিবরণ (যদি থাকে);

(খ) নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রমাণক;

(গ) নিরাপত্তাবিষয়ক প্রচার-প্রচারণার প্রমাণক (যদি থাকে);

(ঘ) অংশীজন সভার প্রমাণক; এবং

(ঙ) প্রতিবেদনাধীন সময়ে কারিগরি মান ও নিরাপত্তা নির্দেশিকায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনয়নের প্রস্তাব (যদি থাকে)।

তফসিল-৫
[বিধি ১৬ (ক) দ্রষ্টব্য]
ব্যবসা পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

১। নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন :

২। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সম্পর্কিত তথ্য :

৩। বিআরটি সিস্টেম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও সম্পত্তির বিবরণ :

৪। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল কাঠামো :

৫। প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন; এবং

৬। প্রতিষ্ঠানের বিগত ১ (এক) বৎসরের নগদ অর্থ প্রবাহের (Cashflow) প্রতিবেদন :

তফসিল-৬
(বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)
নির্দিষ্ট ফি

ক্রমিক নং	ফি-এর বিষয়	ফি-এর পরিমাণ (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আবেদন ফি	১০ (দশ) হাজার টাকা
২।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে জামানত ফি	২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা
৩।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স ফি	৫ (পাঁচ) কোটি টাকা
৪।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স নবায়ন ফি	মূল লাইসেন্স ফি-এর শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ অর্থ
৫।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সের অনুলিপির জন্য আবেদন ফি	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা
৬।	বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বিআরটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স হস্তান্তর ফি	মূল লাইসেন্স ফি-এর ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অথবা বাকি মেয়াদের প্রত্যেক বৎসর বা তাহা অংশের জন্য ৫%, উভয়টির মধ্যে যাহা বড়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহিনা শবনম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd